



মহর্ষি জৈমিনির জ্যোতিষ পদ্ধতিতে (**জৈমিনি সূত্র**), আয়ু নির্ণয় (**আয়ুর্দায়**) একটি সুনির্দিষ্ট গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। কেবল অনুমানের ওপর নির্ভর না করে, জৈমিনি জ্যোতিষ কিছু মৌলিক নিয়ম বা সূত্রের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে—যা মানুষের জীবৎকালকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করে এবং এরপর নির্দিষ্ট গ্রহের চক্রের (স্থির দশা) মাধ্যমে সম্ভাব্য সময়কাল নির্ধারণ করে।

আয়ু ক্যালকুলেটর

জৈমিনি আয়ু গণনায় ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সূত্র ও নিয়মগুলি এখানে তুলে ধরা হলো।

১. তিনটি প্রাথমিক আয়ু শ্রেণী

জৈমিনি জ্যোতিষ মানুষের জীবৎকালকে তিনটি প্রাথমিক বিভাগে ভাগ করে:

- অল্পায়ু (স্বল্প আয়ু): ০ থেকে ৩২ বছর
- মধ্যমায়ু (মাঝারি আয়ু): ৩২ থেকে ৬৪ বছর
- পূর্ণায়ু (দীর্ঘ আয়ু): ৬৪ থেকে ৯৬ বছর

২. তিন জোড়ার সূত্র (জৈমিনি আয়ুর্দায় পদ্ধতি)

একটি কুষ্ঠীতে কোন্ আয়ু শ্রেণীটি প্রযোজ্য তা নির্ধারণ করার জন্য, জৈমিনি তিনটি মূল জোড়ার ক্ষেত্রে রাশিগুলির প্রকৃতি—চর, স্থির অথবা দ্বিস্বভাব—মূল্যায়ন করেন:

- ১ম জোড়া: লগ্নপতি এবং অষ্টম পতি
- ২য় জোড়া: শনি এবং চন্দ্র
- ৩য় জোড়া: লগ্ন (লগ্ন রাশি) এবং হোরা লগ্ন

৩. রাশি-সংমিশ্রণ বিধি (সূত্র নিয়মাবলী)

প্রতিটি জোড়ার রাশির প্রকৃতির সংমিশ্রণ থেকে একটি নির্দিষ্ট আয়ুর ফলাফল পাওয়া যায়:

- উভয় রাশি চর অথবা একটি স্থির + একটি দ্বিস্বভাব: অল্পায়ু (স্বল্প আয়ু) নির্দেশ করে।
- উভয় রাশি দ্বিস্বভাব অথবা একটি চর + একটি স্থির: পূর্ণায়ু (দীর্ঘ আয়ু) নির্দেশ করে।
- উভয় রাশি স্থির অথবা একটি চর + একটি দ্বিস্বভাব: মধ্যমায়ু (মাঝারি আয়ু) নির্দেশ করে।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিয়ম (তিনটির মধ্যে দুটির নিয়ম)

তিনটি জোড়ার হিসাব সম্পন্ন হওয়ার পর, সামগ্রিক আয়ুর শ্রেণীটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়:

- যে আয়ু শ্রেণীটি ৩টির মধ্যে অন্তত ২ বার আসে, সেটিই চূড়ান্ত প্রাথমিক আয়ু শ্রেণী হিসেবে গণ্য হয়।
- ব্যতিক্রম: যদি তিনটি জোড়া থেকে তিনটি ভিন্ন ফলাফল আসে (একটি অল্পায়ু, একটি মধ্যমায়ু, একটি পূর্ণায়ু), তবে লগ্ন এবং হোরা লগ্ন জোড়া থেকে প্রাপ্ত ফলাফলটি প্রাধান্য পাবে।

৫. স্থির দশার মাধ্যমে সময়কাল নির্ধারণ (ব্রহ্মা গ্রহের সময়চক্র)

আয়ুর শ্রেণী নির্ধারিত হওয়ার পর (যেমন পূর্ণায়ু: ৬৪-৯৬ বছর), বছরগুলি চিহ্নিত করতে জৈমিনি স্থির দশা ব্যবহার করেন:

• **ব্রহ্মা গ্রহ চিহ্নিতকরণ:** লগ্ন বা সপ্তম ভাবের সাপেক্ষে ষষ্ঠ, অষ্টম এবং দ্বাদশ পতির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রহটিকে ব্রহ্মা হিসেবে মনোনীত করা হয়।

• **দশার সূচনা:** ব্রহ্মা গ্রহ যে রাশিতে অবস্থান করছে, সেখান থেকেই স্থির দশার চক্র শুরু হয়।

• **স্থির দশায় রাশির সময়সীমা:**

- চর রাশির স্থায়িত্ব ৭ বছর
- স্থির রাশির স্থায়িত্ব ৮ বছর
- দ্বিস্থভাব রাশির স্থায়িত্ব ৯ বছর

• **সময়সীমা নির্ধারণ:** এই পর্যায়গুলি ক্রমানুসারে সামনের দিকে চলতে থাকে যতক্ষণ না তারা নির্ধারিত আয়ুসীমার পর্যায়টি পূর্ণ করে (যেমন পূর্ণায়ুর ক্ষেত্রে, ৬৪ থেকে ৯৬ বছরের মধ্যবর্তী সময়সীমা)।

***সতর্কীকরণ:** এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যমূলক ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। জৈমিনি জ্যোতিষে আয়ু গণনা হলো জীবনের গতিপ্রকৃতি ও শক্তির চক্র বিশ্লেষণের একটি ঐতিহ্যগত রূপক কাঠামো; এটি কোনো নিশ্চিত চিকিৎসাগত পূর্বাভাস বা জীবৎকাল সম্পর্কিত চূড়ান্ত বক্তব্য নয়। স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দ, চিকিৎসা সেবা এবং জীবনযাত্রার উপাদানগুলিই প্রধান ভূমিকা পালন করে। যেকোনো চিকিৎসাগত পরামর্শ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উদ্বেগের জন্য সর্বদা যোগ্য স্বাস্থ্যসেবা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

<https://astroarpitanath.com/bangla/longevity-in-astrology/>

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।